Sancti Leonis Magni

Tractatus
Sermo XCV - Sive homilia de gradibus ascensionis ad beatitudinem

লাতিন পাঠ্যের লিংক

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2019-2023

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : 8 December 2019

Version 1.1.2 (June 14, 2023)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

মহাপ্রাণ সাধু লিও

৯৫তম উপদেশ

সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

সাধু লিওর সংক্ষিপ্ত জীবনী

‘সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ’

সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ

দেহের অলৌকিক আরোগ্যদান মনের নিরাময়ের জন্যই সাধিত

প্রথম ধাপ—আত্মায় দীনহীনতা অর্থাৎ বিনম্রতা

শাস্ত্রে বিনম্রতা বিষয়ক নানা উদাহরণ

দ্বিতীয় ধাপ—শোকভোগ

তৃতীয় ধাপ—কোমলপ্রাণ

চতুর্থ ধাপ—ধর্মময়তার জন্য আকাঙ্ক্ষা

পঞ্চম ধাপ—দয়াকর্ম

ষষ্ঠ ধাপ—শুদ্ধহৃদয়তা

সপ্তম ধাপ—শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা

লাতিন মূলপাঠ্য

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)

দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)

সাম (সামসঙ্গীত-মালা)

প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)

ইশা (ইশাইয়া)

যেরে (যেরেমিয়া)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)

মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)

লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)

রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)

১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)

ভূমিকা

মহাপ্রাণ সাধু লিওর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মহাপ্রাণ সাধু লিও-র প্রকৃত জন্মস্থান অজানা হলেও তিনি সম্ভবত ইতালির অন্তর্ভুক্ত এত্রুরিয়া প্রদেশে (বর্তমানকালীন তস্কানা প্রদেশে) আনুমানিক ৩৯০ সালে জন্ম নেন। তাঁর নিজের লেখা থেকে জানা যায়, ৪৩০ সালে তিনি রোম-মণ্ডলীতে পরিসেবক পদে নিযুক্ত হন, এবং পরবর্তী দশ বছর ধরে পোপের প্রতিনিধি হিসাবে ইউরোপের নানা স্থানে গুরু দায়িত্ব পালন করেন। পোপের মৃত্যুতে তিনি ৪৪০ সালে পোপ পদে উন্নীত হন। ধর্মতত্ত্ববিদ হিসাবে তাঁর সুনাম এখনও সর্বস্বীকৃত, ও তাঁর নানা লেখার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল 'লিও-র ধর্মপুস্তক' বলে পরিচিত এমন পত্র যা ৪৪৯ সালে লিখিত হয়েছিল ও যার সারকথা কাল্কেদোন মহাসভার খ্রিষ্টতত্ত্ব-গবেষণা ও বিন্যাসে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল (৪৫১ সালে)। তাঁর অন্যান্য লেখার মধ্যে ১৪৩টা পত্র ও ৯৬টা উপদেশ উল্লেখযোগ্য।

ধর্মীয় ব্যাপারে ছাড়া তিনি জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্যও যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালান। এক্ষেত্রে স্মরণীয় ঘটনা হল আত্তিলা নামক বর্বর সেনাপতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। সেই আত্তিলা ৪৫৫ সালে উত্তর ইতালি দখল করে সমস্ত দেশ লুট করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় পোপ লিও তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে তাঁকে এমন কথা বলেন যার ফলে আত্তিলা অবিলম্বে তাঁর সমস্ত সেনাবিহিনীর সঙ্গে স্বদেশে ফিরে যান।

সাধু লিও ১০ই নভেম্বর ৪৬১ সালে মারা যান। কালক্রমে সম্মানার্থে তাঁকে 'মহাপ্রাণ' উপাধি আরোপ করা হয়, ও মণ্ডলীর আচার্যদের মধ্যে পরিগণিত।

'সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ'

মথি-রচিত সুসমাচারের এ গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ (মথি ৫:১-৫) সম্পর্কে সাধু লিও-র এই উপদেশ সুখ-বাণী বিষয়ক অন্যান্য লেখকদের উপদেশের মধ্যে প্রাধান্যের অধিকারী। উপদেশে প্রভু যিশু এমন নব মোশিরূপে উপস্থাপিত যিনি পর্বতচূড়ায়

নবসন্ধির নববিধান জারি করেন। প্রথম সুখ-বাণী তথা ‘আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী’ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাধু লিও প্রকটভাবে বুঝিয়ে দেন যে, আর্থিক দরিদ্রতা শুধু নয়, আত্মায় দীনহীনতা অর্থাৎ বিনম্রতাই মানুষকে সুখী বলে চিহ্নিত করে।

রোমের পোপ মহোদয়

মহাপ্রাণ সাধু লিওর

৯৫তম উপদেশ

তথা

সুখ-লাভ অভিমুখে আরোহণ-ধাপ বিষয়ক উপদেশ

যা সম্পর্কে লেখা আছে: তিনি লোকের ভিড় দেখে পর্বতে গিয়ে উঠলেন, এবং তিনি আসন নেবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তখন তিনি ... (ক)

সূচীপত্র

উপদেশের সূচী

১। বাহ্যিক আরোগ্যদানের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্ট মানুষের মন সেই আন্তরিক আরোগ্যদানের জন্য প্রস্তুত করেন যা অনুগ্রহের মধুরতা দ্বারা সাধিত।।

২। যা সকলের অধিকার হতে পারে, সেই বিনম্রতাই সুখ-লাভ অভিমুখে প্রথম ধাপ।

৩। সেই ধনবান ও শক্তিশালী দীনহীনতা যা প্রেরিতগণের মধ্যে, সর্বপ্রথমে পিতরেই, বিদ্যমান।

৪। কোন্ শোক সুখ-লাভ অভিমুখে যাত্রাপথ?

৫। কোমলপ্রাণদের কাছে কোন্ দেশ বা প্রতিশ্রুত?

৬। ধর্মময়তার জন্য তৃষ্ণা ঈশ্বরকে ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৭। দয়া মানুষকে ঈশ্বরের সদৃশ করে তোলে।

৮। ঈশ্বরের দর্শন পাবার জন্য হৃদয়ের চোখ শুদ্ধ করা দরকার।

৯। কোনটাই বা সেই প্রকৃত শান্তি যা মানুষকে ঈশ্বরসন্তান করে তোলে?

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

দেহের অলৌকিক আরোগ্যদান মনের নিরাময়ের জন্যই সাধিত

১। প্রিয়জনেরা, যখন আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট ঐশরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করছিলেন, ও সমস্ত গালিলেয়া জুড়ে নানা রোগ নিরাময় করছিলেন, তখন তাঁর পরাক্রম-কর্মের কথা সমস্ত সিরিয়া জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল, ও সমগ্র যুদেয়া থেকে বহু লোকের ভিড় স্বর্গীয় চিকিৎসকের কাছে (ক) নদীর জলের মত ভেসে আসছিল। কেননা, যেহেতু মানুষের অজ্ঞতা যা দেখে না, তা বিশ্বাস করতে, ও যা জানে না তাতে আশা রাখতে অধিক ধীর, সেজন্য, দিব্য জ্ঞানদানে যাঁদের সুস্থির করার কথা ছিল, দৈহিক উপকার ও দৃশ্য অলৌকিক কাজ দ্বারা তাঁদের উদ্দীপিত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল, যাতে তাঁরা তাঁর তত মঙ্গলময় পরাক্রমের অভিজ্ঞতা ক'রে তাঁর শিক্ষা পরিত্রাণদায়ী বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা না করেন। তাই বাহ্যিক আরোগ্যদান যেন আন্তরিক প্রতিকারে রূপান্তরিত হতে পারত, ও শারীরিক সুস্থতাদানের পরে যেন আত্মারই নিরাময় সাধিত হতে পারত, সেজন্য প্রভু চারপাশের ভিড় থেকে দূরে গিয়ে নিকটবর্তী পর্বতের এক নির্জন স্থানে গিয়ে উঠলেন, ও সেখানে প্রেরিতদূতদের কাছে ডাকলেন, যাতে রহস্যময় শিক্ষাসনের উপর থেকে উচ্চতর শিক্ষাদানে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন; তেমন উচ্চ স্থান ও তেমন উচ্চতর উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চাচ্ছিলেন, তিনি নিজেই একসময়ে মোশির কাছে কথা বলায় প্রসন্নতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি অধিকতর ভয়ঙ্কর ন্যায্যতার সঙ্গে, এখানে বরং পবিত্রতম মমতার সঙ্গেই কথা বলেন, যাতে নবী যেরেমিয়া যা বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূর্ণতা লাভ করতে পারে, তথা: *দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব। সেই দিনগুলির পরে—*

প্রভুর উক্তি—আমি তাদের অন্তঃস্থলে আমার বিধান রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব (খ)।

অতএব, যিনি মোশির কাছে কথা বলেছিলেন, তিনি প্রেরিতদূতদেরও কাছে কথা বললেন, এবং ঐশবাণীর ক্ষিপ্র হাত নবসন্ধির বিধিনিয়ম শিষ্যদের হৃদয়ে লিখল ও স্থাপন করল। এবার কিন্তু তিনি সেকালের মত কোন ঘন মেঘের অন্ধকারের মধ্যে থেকে নয়, পর্বত থেকে জনগণকে দূরে রাখছিল তেমন ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুতের মধ্য দিয়েও নয় (গ), কিন্তু প্রকাশ্যেই উপস্থিত সকলের কাছে শান্ত সংলাপে নিজেকে শ্রুতিগোচর করলেন, যাতে অনুগ্রহের কোমলতার মধ্য দিয়ে বিধানের কঠোরতা দূর করা হয়, ও দত্তকপুত্রত্বের প্রেরণা দাসত্বের আতঙ্ক অপসারণ করে (ঘ)।

প্রথম ধাপ—আত্মায় দীনহীনতা অর্থাৎ বিনম্রতা

২। সুতরাং, খ্রিষ্টের শিক্ষা কেমন, তাঁর নিজের পবিত্র বচনগুলোই তা প্রমাণ করে, যাতে যারা শাশ্বত আনন্দে পৌঁছতে বাসনা করে, তারা আনন্দময় আরোহণের ধাপ জানতে পারে।

তিনি বললেন, *আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই* (ক)। কেবল ‘দীনহীন যারা, তারাই সুখী’ ব’লে তিনি যদি আদৌ কিছুই যোগ না দিতেন যা দ্বারা দীনহীনদের প্রকৃতি উপলব্ধি করা যেতে পারত, তাহলে ঐশসত্য কোন্ প্রকার দীনহীনদের দিকে অঙুলি নির্দেশ করছিলেন, তা সম্ভবত অনিশ্চিত হত; এবং আমরা মনে করতে পারতাম, স্বর্গরাজ্য অর্জন করার লক্ষ্যে কেবল সেই দীনতাই যথেষ্ট, যে-দীনতায় অনেকে ভারী ও কঠোর বাধ্যবাধকতার অধীন হয়ে ভুগছে। কিন্তু তিনি যখন বলেন, *আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী*, তখন দেখান যে, স্বর্গরাজ্য তাদেরই দেওয়া হবে, সম্পদের অভাবের চেয়ে অন্তরের বিনম্রতাই যাদের কথা সমর্থন করে। তবু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ধনীদের চেয়ে দীনহীনেরাই বিনম্রতার মঙ্গলদান সহজে অর্জন করে; কেননা তাদের অভাবে কোমলতাই দীনহীনদের সাথী, কিন্তু তাদের প্রাচুর্যে গর্বই ধনীদের সঙ্গী। তবু এ কথা স্বীকার্য যে, অনেক ধনীদের মধ্যে এমন মনোভাব লক্ষণীয়, যাতে তারা নিজেদের প্রাচুর্য গর্বপূর্ণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু দয়াকর্মের উদ্দেশ্যেই

ব্যবহার করে, এবং অভাবগ্রস্তদের হীনাবস্থা ও দুর্দশা লঘুভার করার জন্য যা যা করে, তারা তা অধিক লাভজনক বিবেচনা করে।

সমস্ত প্রকার ও শ্রেণির মানুষই তেমন সদ্‌গুণের অধিকারী, কেননা অর্থনৈতিক দিক থেকে অসমান হয়েও অনেকেই সঙ্কল্পের দিক থেকে সমান; উপরন্তু, লোকে যখন আত্মিক মঙ্গলদানে সমান, তখন পার্থিব বিষয়ে তাদের বৈষম্য তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলে সুখময় সেই দীনতা, যা পার্থিব বিষয়ের আসক্তির জালে ধরা দেয় না, সংসারের ঐশ্বর্যেও যা বৃদ্ধিশীল হতে আকাঙ্ক্ষী নয়, কিন্তু স্বর্গীয় বিষয়েরই বৃদ্ধি বাসনা করে।

শাস্ত্রে বিনম্রতা বিষয়ক নানা উদাহরণ

৩। তেমন উদারমনা দীনতার আদর্শ—প্রভুর পরে—প্রেরিতদূতেরাই প্রথম দিলেন, কেননা কোন পার্থক্য না রেখে সবকিছুই ত্যাগ করে তাঁরা স্বর্গীয় গুরুর কণ্ঠের অনুসরণে ক্ষিপ্র পরিবর্তনে মাছ-ধরা জেলে থেকে মানুষ-ধরা জেলেতেই পরিণত হলেন [ক], ও সেই অনেকে যারা তাঁদের বিশ্বাসের অনুকরণ করল, তাদের তাঁরা নিজেদের মত করলেন—সেসময়ে মণ্ডলীর আদিসন্তানেরা সকলে ছিল একহৃদয়, ও বিশ্বাসীরা ছিল একপ্রাণ [খ]। নিজেদের সমস্ত বিষয় ও ধনসম্পদ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তারা ভক্তিপূর্ণ দীনতার মধ্য দিয়ে শাশ্বত মঙ্গলদানে ধনবান হচ্ছিল ও প্রৈরিতিক প্রচারের ফলে এতেই আনন্দ পাচ্ছিল যে, সংসারের তাদের কিছুই ছিল না, কিন্তু খ্রিষ্টের সঙ্গে তারা সমস্ত কিছুর অধিকারী ছিল।

এজন্য ধন্য প্রেরিতদূত পিতর মন্দিরে যেতে যেতে একটা খোঁড়া লোক তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে বললেন, রুপো বা সোনা আমার নেই, কিন্তু আমার যা আছে তা তোমাকে দিচ্ছি: নাজারেথীয় সেই যিশুখ্রিষ্টের নামে, *ওঠো ও হেঁটে বেড়াও* [গ]। তেমন বিনম্রতার চেয়ে উচ্চতর কী থাকতে পারে? তেমন দীনতার চেয়ে প্রাচুর্যময় কী থাকতে পারে? আর্থিক অধিকার তাঁর নেই, কিন্তু তিনি প্রকৃতির উপকারের অধিকারী। মাতা যাকে দুর্বল প্রসব করেছিলেন, পিতর বাণীগুণে তাকে সুস্থ করে তুললেন; এবং যিনি মুদ্রায় (অঙ্কিত) কায়েসারের প্রতিকৃতি দেননি, তিনি মানবে খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তিই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন।

হেঁটে বেড়াবার শক্তি যে ফিরে পেয়েছিল, কেবল সেই লোকটা এই ধনের প্রাচুর্যে উপকৃত হয়েছিল এমন নয়, সেই পাঁচ হাজার লোকও উপকৃত হল, যারা সেদিন প্রেরিতদূতের উপদেশের পরে তাঁর সাধিত আরোগ্যদানের অলৌকিক কাজের ফলে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল (ঘ)। আর ভিক্ষুকের কাছে দেওয়ার মত যাঁর কিছু ছিল না, সেই দীনহীন ঐশঅনুগ্রহের এমন প্রাচুর্য প্রদান করলেন যে, যেমন একটামাত্র মানুষের পা সারিয়ে তুলেছিলেন, তেমনি তত হাজার হাজার বিশ্বাসীর হৃদয় সুস্থ করে তুললেন, ও যাদের তিনি ইহুদী অবিশ্বাসে খোঁড়া পেয়েছিলেন, খ্রিষ্টে তাদের দ্রুতগামী করলেন।

দ্বিতীয় ধাপ—শোকভোগ

৪। সুখময় দীনতার কথা প্রচার করার পর প্রভু বলে চলেন: *শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে* (ক)। প্রিয়জনেরা, এই যে শোকের জন্য শাশ্বত সান্ত্বনা প্রতিশ্রুত, এই জগতের দুঃখকষ্টের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই; যে চোখের জল গোটা মানবজাতির দুর্দশার দিনে ফেলা হয়, তেমন বিলাপও কাউকে সুখী করে না। পবিত্রজনদের হাহাকার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার, তাদের সুখময় অশ্রুজলের কারণও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। ভক্তিময় শোক হয় নিজের না হয় পরের পাপের জন্যই চোখের জল ফেলে, ঐশন্যায্যতা যা যা নির্ধারণ করে তা নিয়েও দুঃখভোগ করে না, কিন্তু মানব শঠতা যা যা সাধন করে, তা নিয়েই শোকার্ত। কেননা অমঙ্গল ভোগ করে এমন লোকের জন্য তত নয়, অমঙ্গল সাধন করে এমন লোকের জন্যই বেশি শোক প্রকাশ করতে হয়, কারণ তার নিজের শঠতা অধার্মিককে দণ্ডে নিমজ্জিত করে, কিন্তু সহিষ্ণুতা ধার্মিককে গৌরবলাভে চালিত করে।

তৃতীয় ধাপ—কোমলপ্রাণ

৫। তারপর প্রভু বলেন: *কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার* (ক)। যারা কোমল ও শান্ত স্বভাবের মানুষ, যারা বিনম্র ও শালীনতা প্রিয়, ও যারা সব প্রকার দুর্নাম সহ্য করতে প্রস্তুত, তাদেরই কাছে দেশের উত্তরাধিকার প্রতিশ্রুত। আর তেমন উত্তরাধিকার—কেমন যেন স্বর্গীয় আবাসের চেয়ে বিচ্ছিন্নই

আবাস বলে—তত সামান্য বা হীন বলে বিবেচনাযোগ্য নয়, বিশেষভাবে যখন বোঝা যায় যে, এরা ছাড়া অন্য কেউই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করে না। সুতরাং যে দেশ কোমলপ্রাণদের কাছে প্রতিশ্রুত, ও যার দখল শান্তভাবের মানুষের কাছে দেওয়া হবে, তা হল পবিত্রজনদের দেহ, যে দেহ বিনম্রতা গুণে আনন্দপূর্ণ পুনরুত্থানে রূপান্তরিত হবে ও অমরতার গৌরবে পরিবৃত হবে; তেমন দেহ আত্মার বিরোধী আর হবে না, ও অন্তরের ইচ্ছার সঙ্গে নিখুঁত ঐক্যের সম্মতি ভোগ করবে। কেননা সেসময়ে বাইরের মানুষের থাকবে অন্তরের মানুষের উপর শান্ত ও কলঙ্কহীন অধিকার; এবং ঈশ্বরের দর্শনে মগ্ন হয়ে মন দেহের এ বর্তমান দুর্বলতার মধ্যে আর কোন বাধা পাবে না, এবং *ক্ষয়শীল দেহ প্রাণের উপর চাপ দেয়, ও পার্থিব তাঁবু মনের ও তার বহু ভাবনার জন্য ভারীই বোঝা* (খ) একথাও আর কখনও বলা দরকার হবে না, কারণ দেশ বাসিন্দার প্রতি আর বিরোধী হবে না, মানুষের শাসনের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করবে না। কোমলপ্রাণ সেই সকল মানুষ চিরস্থায়ী শান্তিতেই দেশের উত্তরাধিকার ভোগ করবে, আর তখন তাদের অধিকার কোন দিকেই হ্রাস পাবে না, যখন *এ ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতা পরিধান করবে, এবং এ মরণশীল দেহ অমরতাকে পরিধান করবে* (গ) ; যার ফলে যা ছিল বিপদ তা পুরস্কারেই পরিণত হবে, ও যা ছিল বোঝা তা হবে সম্মান।

চতুর্থ ধাপ—ধর্মময়তার জন্য আকাঙ্ক্ষা

৬। এরপর প্রভু বলে চলেন: *ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে* (ক)। এ ক্ষুধা দৈহিক কোন কিছুই অন্বেষণ করে না, এ তৃষ্ণাও পার্থিব কোন কিছুই অন্বেষণ করে না, কিন্তু ধর্মময়তা-মঙ্গলেই পরিতৃপ্ত হতে বাসনা করে, ও গুপ্ত সকল রহস্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে স্বয়ং প্রভুতেই পরিপূর্ণ হতে আকাঙ্ক্ষা করে। খুশি সেই প্রাণ, যা এই খাদ্যের আকাঙ্ক্ষী ও তেমন পানীয়ের জন্য তৃষিত, এমনকি তা অন্বেষণও করত না, যদি না ইতিমধ্যে তার মাধুর্য আস্বাদ না করে থাকত। কিন্তু *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়* (খ), নিজের প্রতি উচ্চারিত নবীয় প্রেরণার এবাণী শুনে সে-ই প্রাণ স্বর্গীয় মাধুর্যের কিছুটা বিন্দু গ্রহণ করল, ও পুণ্যতম পরিতৃপ্তির প্রতি এমন ভালবাসায় জ্বলে উঠল যে, পার্থিব সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে ধর্মময়তাকে আহার ও পান

করার জন্য গভীরতম অনুরাগে উদ্দীপ্ত হল, ও সেই প্রথম আজ্ঞার সত্য উপলব্ধি করল যা অনুসারে, *তুমি প্রভু ঈশ্বরকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে* (গ), কেননা ঈশ্বরকে ভালবাসা ধর্মময়তায় প্রীত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশেষে, উল্লিখিত পদে যেমন ঈশ্বরের ভালবাসার সঙ্গে প্রতিবেশীর সেবাযত্ন সংযুক্ত, তেমনি ধর্মময়তার আকাঙ্ক্ষার সাথে সেই দয়া-সদ্‌গুণও জড়িত যা অনুসারে লেখা আছে,

পঞ্চম ধাপ—দয়াকর্ম

৭। *দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে* (ক)। হে খ্রিষ্টভক্ত, তোমার প্রজ্ঞার মর্যাদা জেনে নাও; উপলব্ধি কর কেমন নিপুণ উপায় প্রয়োগে তুমি তেমন পুরস্কারের দিকে আহূত! দয়া চায় তুমি হবে দয়াবান; ধর্মময়তা চায় তুমি হবে ধর্মপ্রাণ, যাতে নিজের সৃষ্টজীবের মধ্যে স্বয়ং স্রষ্টাই আত্মপ্রকাশ করেন, ও মানব হৃদয়ের দর্পণের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুকরণে অঙ্কিত হয়ে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দয়াকর্মের সাধকদের বিশ্বাস উদ্বেগ থেকে মুক্ত: হ্যাঁ, তোমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করবে, ও যা ভালবাস তুমি তা নিরন্তর ভোগ করবে। আর যেহেতু দয়াকর্মের মধ্য দিয়ে তোমার কাছে *সবই শুচি হবে* (খ), সেজন্য তুমি সুখ-লাভের সেই পর্যায়েও পৌঁছতে পারবে যা তার ফলস্বরূপে প্রতিশ্রুত—প্রভু যেমনটি বলেন,

ষষ্ঠ ধাপ—শুদ্ধহৃদয়তা

৮। *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে* (ক)। প্রিয়জনেরা, যার জন্য তেমন মহা পুরস্কার গচ্ছিত রয়েছে, তার আনন্দ মহান। তবে, শুদ্ধহৃদয় হওয়া বলতে উপরোল্লিখিত সদ্‌গুণের অনুশীলনে সচেষ্ট থাকা ছাড়া আর কীবা বোঝাতে পারে? আর ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যে কেমন সুখ, কোন্ মন একথা উপলব্ধি করতে ও কোন্ ভাষা একথা ব্যক্ত করতে পারে? তথাপি এ সুখ তখনই প্রাপ্য হবে, যখন মানবস্বরূপ রূপান্তরিত হবে, যার ফলে সে *আর আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই নয়, কিন্তু মুখোমুখি হয়েই* (খ) সেই ঈশ্বরত্বেরই দর্শন পেতে পারবে *যেইরূপে তিনি আছেন* (গ), যাঁর দর্শন কোন মানুষ কখনও পেতে পারেনি (ঘ), এবং চিরন্তন ঐশদর্শনের অনির্বচনীয়

আনন্দে তা-ই লাভ করবে *যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান যা শোনেনি, কোন মানুষের অন্তরে যা কখনও প্রবেশ করেনি* (ঙ)। ঈশ্বরের দর্শন পাবার আশীর্বাদ সঙ্গতভাবেই শুদ্ধহৃদয়দের কাছে প্রতিশ্রুত, কেননা মলিন চোখ প্রকৃত আলোর উজ্জ্বলতা দেখতে অক্ষম; আর নিষ্কলঙ্ক অন্তরের পক্ষে যা আনন্দের বিষয় হবে, কলঙ্কপূর্ণ অন্তরের পক্ষে তা হবে দণ্ডের কারণ। অতএব, পার্থিব মোহ-মায়ার কালিমা ঘুচে যাক ও মনশ্চক্ষু থেকে অধর্মের সমস্ত কলুষ মুছে যাক, যাতে স্বচ্ছ চোখ ঈশ্বরের তেমন দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়। আর এসমস্ত পাবার জন্য যা দরকার—বুঝি—পরবর্তী বচনই তা ব্যক্ত করে।

সপ্তম ধাপ—শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা

৯। *শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে* (ক)। প্রিয়জনেরা, এই ‘সুখ’ যেকোন ধরনের সম্মতি বা যেকোন প্রকার একমতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, কিন্তু সেটারই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করা* (খ), ও যা বিষয়ে নবী দাউদ বলেন: *যারা তোমার বিধান ভালবাসে, তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি, তাদের চলার পথে হোঁচট-শৈল নেই* (গ)।

বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতম বন্ধন ও নিখুঁততম মনের মিলও নিজেকে তেমন শান্তির অধিকারী হয়েছে বলে সত্যিকারে দাবি করতে পারে না, যদি না ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে তারা একমত। এ শান্তির মর্যাদার বাইরে কেবল কুকামনা-বাসনারই সামঞ্জস্য রয়েছে, রয়েছে শুধু অপকর্মের সন্ধি ও রিপুর চুক্তি। জগতের ভালবাসা ঈশ্বরের ভালবাসার সঙ্গে খাপ খায় না; এ যুগের প্রজন্ম থেকে যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না, সেও ঈশ্বরসন্তানদের সাহচর্যে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু যারা ঈশ্বরের চিন্তায় নিত্যমগ্ন হয়ে *শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান* (ঘ), তারা *তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক* (ঙ) বিশ্বাসের এপ্রার্থনা উচ্চারণ করতে করতে সনাতন বিধান বিষয়ে কখনও বিমত নয়। এরাই প্রকৃত শান্তির সাধক, এরাই পুণ্য সাহচর্যে একমন একাত্মা, ফলে এরাই এই সনাতন নামে অভিহিত হবে, তথা *ঈশ্বরের সন্তান ও খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী* (চ); কারণ ঈশ্বরের ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসাই মানুষকে এমন যোগ্যতার অধিকারী করবে যে, সে বর্তমান কোন প্রতিকূলতা আর অনুভব করবে না, কোন বাধাবিঘ্নেও ভয় পাবে না;

কিন্তু সমস্ত পরীক্ষার লড়াই সমাপ্ত হওয়ার পর সে ঈশ্বরের পূর্ণ শান্তিতে বিশ্রাম পাবে, আমাদের সেই প্রভু দ্বারা, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

———————————

(ক) মথি ৫:১ ··· ।

১ (ক) মথি ৪:২৩,২৪।

(খ) যেরে ৩১:৩১,৩৩; হিব্রু ৮:৮।

(গ) হিব্রু ১২:১৮ ও পরবর্তী পদগুলো দ্রঃ।

(ঘ) এখানে প্রেরিতদূত পলের ধারণা ধ্বনিত (রো ৮:১৫ দ্রঃ)।

২ (ক) মথি ৫:৩।

৩ (ক) মথি ৪:১৯ দ্রঃ।

(খ) প্রেরিত ৪:৩২।

(গ) প্রেরিত ৩:৬।

(ঘ) প্রেরিত ৪:৪ দ্রঃ।

৪ (ক) মথি ৫:৪।

৫ (ক) মথি ৫:৫।

(খ) প্রজ্ঞা ৯:১৫।

(গ) ১ করি ১৫:৫৩।

৬ (ক) মথি ৫:৬।

(খ) সাম ৩৪:৯।

(গ) দ্বিঃবিঃ ৬:৫; মথি ২২:৩৭; মার্ক ১২:৩০; লুক ১০:২৭।

৭ (ক) মথি ৫:৭।

(খ) লুক ১১:৪১।

৮ (ক) মথি ৫:৮।

(খ) ১ করি ১৩:১২।

(গ) ১ যোহন ৩:২।

(ঘ) যাত্রা ৩২:২০; যোহন ১:১৮; ১ তি ৬:১৬।

(ঙ) ইশা ৬৪:৩; ১ করি ২:৯।

৯ (ক) মথি ৫:৯।

(খ) রো ৫:১ দ্রঃ।

(গ) সাম ১১৯:১৬৫।

(ঘ) এফে ৪:৩।

(ঙ) মথি ৬:১০।

(চ) রো ৮:১৬,১৭।

মূলপাঠ্য

Sancti Leonis Magni Tractatus

SERMO XCV, Sive homilia de gradibus ascensionis ad beatitudinem. De eo quod scriptum est: Videns Jesus turbas, ascendit in montem; et cum sedisset, accesserunt ad eum discipuli ejus, etc. (Matth. V, 1 seqq.)

SYNOPSIS.
I. Christum per exteriores medelas animos ad interiores praeparasse, quae per lenitatem gratiae fiunt.---II. Humilitatem, quae omnium esse potest, primum esse gradum ad beatitudinem.---III. Ditissimam potentissimamque apostolorum, Petrique in primis fuisse paupertatem.---IV. Quis luctus iter ad beatitudinem?---V. Quaenam terra mitibus promissa?---VI.Sitim justitiae aliud nihil esse quam Dei amorem.---VII. Misericordia hominem Deo similem effici.---VIII. Cordis oculum mundandum esse, ut Deus videatur.---IX. Quaenam sit vera pax quae hominem Dei filium efficit.

CAP. I.
Praedicante, dilectissimi, Domino nostro Jesu Christo Evangelium regni, et diversos per totam Galilaeam curante languores, in omnem se Syriam virtutum ejus fama diffuderat; et multae ex universa Judaea turbae ad coelestem medicum confluebant. Quia enim tarda est humanae ignorantiae fides ad credenda quae non videt, et speranda quae nescit, oportebat divina eruditione firmandos corporeis beneficiis et visibilibus miraculis incitari: ut cujus tam benignam experiebantur potentiam, non ambigerent salutarem esse doctrinam. Ut ergo exteriores medelas Dominus ad remedia interiora transferret, et post sanitates corporum curationes operaretur animarum, segregatus a circumstantibus turbis, secessum vicini montis ascendit, advocatis apostolis, quos sublimioribus institutis ab edito mysticae, sedis imbueret, ex ipsa loci atque operis qualitate significans se esse qui Mosen quondam suo fuisset dignatus alloquio: illic quidem terribiliore justitia, hic autem sacratiore clementia, ut impleretur quod fuerat, propheta Jeremia dicente, promissum: Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et consummabo super domum Israel et super domum Juda testamentum novum. Post dies illos, dicit Dominus, dabo leges meas in sensu ipsorum, et in corde ipsorum scribam eas (Jerem. XXXI, 31; Hebr. VIII, 8). Qui ergo locutus fuerat Mosi locutus est et apostolis, et in cordibus discipulorum velox scribentis Verbi manus novi Testamenti decreta condebat; nulla ut quondam circumfusa nubium crassitudine, neque per terribiles sonos atque fulgores populo ab accessu montis absterrito, sed patente ad aures circumstantium tranquillitate colloquii: ut per gratiae lenitatem removeretur legis asperitas, et spiritus adoptionis auferret formidinem servitutis.

CAP. II.

Qualis igitur doctrina sit Christi sacrae ipsius sententiae protestantur: ut qui ad aeternam beatitudinem pervenire desiderant, gradus felicissimae ascensionis agnoscant. Beati, inquit, pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum (Matth. V, 3). De quibus pauperibus Veritas loqueretur forte esset ambiguum, si dicens, Beati pauperes, nihil adderet de intelligenda pauperum qualitate; et sufficere videretur ad promerendum regnum coelorum ea sola inopia quam multi sub gravi et dura necessitate patiuntur. Sed cum dicit, Beati pauperes spiritu, ostendit eis regnum coelorum tribuendum quos humilitas commendat animorum magis quam indigentia facultatum. Dubitari autem non potest quod humilitatis istius bonum facilius pauperes quam divites assequantur: dum et illis in tenuitate amica est mansuetudo, et istis in divitiis familiaris elatio. Verumtamen et in plerisque divitibus invenitur hic animus qui abundantia sua non ad tumorem superbiae, sed ad opera benignitatis utatur, idque pro lucris maximis numeret quod ad relevandam miseriam alieni laboris impenderit. Omni generi atque ordini hominum datur in hac virtute consortium, quia possunt esse proposito pares, et impares censu; nec interest quantum sint in facultate terrena dissimiles, qui in spiritalibus bonis inveniuntur aequales. Beata igitur illa paupertas, quae rerum temporalium amore non capitur, nec mundi opibus augeri appetit, sed coelestibus bonis ditescere concupiscit.

CAP. III.

Hujus nobis magnanimae paupertatis exemplum primi post Dominum apostoli praebuerunt, qui omnia sua sine differentia relinquentes, ad vocem coelestis magistri, a captura piscium in piscatores hominum alacri conversione mutati sunt (Matth. IV, 19), et multos sui similes fidei suae imitatione fecerunt, quando illis primitivis Ecclesiae filiis unum cor omnium et anima erat una credentium (Act. IV, 32); qui universis suis rebus possessionibusque distractis, per devotissimam paupertatem bonis ditabantur aeternis, et ex apostolica praedicatione gaudebant nihil habere de mundo, et omnia possidere cum Christo. Hinc beatus Petrus apostolus, cum ascendens in templum a claudo eleemosyna posceretur, Argentum, inquit, et aurum non est mihi, quod autem habeo, hoc tibi do: In nomine Jesu Christi Nazareni surge et ambula (Act. III, 6). Quid hac humilitate sublimius? quid hac paupertate locupletius? Non habet praesidia pecuniae, sed habet dona naturae. Quem debilem edidit mater ex utero, sanum fecit Petrus ex verbo; et qui imaginem Caesaris in nummo non dedit, imaginem Christi in homine reformavit. Hujus autem thesauri opibus non solum ille adjutus est cui gressus est redditus, sed etiam quinque millia virorum, qui tunc ad exhortationem Apostoli ob ejusdem curationis miraculum crediderunt (Act. IV, 4). Et ille pauper qui non habebat quod petenti daret, tantam dedit divinae gratiae largitatem, ut quemadmodum unum hominem redintegrarat in pedibus, sic tot millia credentium sanaret in cordibus, faceretque eos in Christo alacres, quos in Judaica perfidia invenerat claudicantes.

CAP. IV.

Post praedicationem hujus felicissimae paupertatis, addidit Dominus, dicens: Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur (Matth. V, 5). Luctus hic, dilectissimi, cui consolatio aeterna promittitur, non est cum mundi hujus afflictione communis; nec beatum quemquam faciunt ista lamenta quae totius humani generis deploratione funduntur. Alia ratio est sanctorum gemituum, alia beatarum causa lacrymarum. RELIGIOSA tristitia aut alienum peccatum luget aut proprium; nec de hoc dolet quod divina justitia agitur, sed de eo moeret

quod humana iniquitate committitur ; ubi magis plangendus est faciens maligna quam patiens, quia injustum malitia sua demergit ad poenam, justum autem tolerantia ducit ad gloriam.

CAP. V.

Deinde ait Dominus : Beati mites, quoniam ipsi haereditate possidebunt terram (Matth. V, 4). Mitibus atque mansuetis, humilibus ac modestis, et ad omnium injuriarum tolerantiam praeparatis possidenda terra promittitur. Nec parva aestimanda est haec aut vilis haereditas, tamquam a coelesti habitatione discreta sit, cum regnum coelorum non alii intelligantur intrare. Terra ergo promissa mitibus, et in possessionem danda mansuetis, caro sanctorum est, quae ob humilitatis meritum felici resurrectione mutabitur et immortalitatis gloria vestietur, in nullo jam spiritui futura contraria, et cum voluntate animi perfectae unitatis habitura consensum. Tunc enim exterior homo interioris hominis erit quieta et intemerata possessio ; tunc mens videndo Deo intenta nullis corporeae infirmitatis impedietur obstaculis, nec jam dici necesse erit : Corpus quod corrumpitur aggravat animam, et terrena inhabitatio deprimit sensum multa cogitantem (Sap. IX, 15) : quoniam habitatori suo non reluctabitur terra, nec immoderatum aliquid contra imperium sui rectoris audebit. Possidebunt enim illam mites pace perpetua, et nihil umquam de eorum jure minuetur, cum corruptibile hoc induerit incorruptionem, et mortale hoc induerit immortalitatem (I Cor. XV, 53) : ut periculum vertatur in praemium, et quod fuit oneri sit honori.

CAP. VI.

Post haec addit Dominus et dicit : Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam, quoniam ipsi saturabuntur (Matth. V, 6). Nihil haec esuritio corporeum, nihil expetit sitis ista terrenum ; sed justitiae bono desiderat saturari, et in omnium occultorum introducta secretum, ipso Domino optat impleri. Felix mens quae hunc concupiscit cibum, et ad talem aestuat potum ; quem utique non expeteret, si nihil de ejus suavitate gustasset. Audiens autem dicentem sibi propheticum spiritum : Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus (Ps. XXXIII, 9), accepit quamdam supernae dulcedinis portionem, et in amorem castissimae voluptatis exarsit, ut spretis omnibus temporalibus, ad edendam bibendamque justitiam toto accenderetur affectu, et illius primi mandati apprehenderet veritatem dicentis : Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota mente tua, et ex tota virtute tua (Deut. VI, 5 ; Matth. XXII, 37 ; Marc. XII, 30 ; Luc. X, 27) : quoniam nihil aliud est diligere Deum quam amare justitiam. Denique sicut illi dilectioni Dei, proximi cura subjungitur, ita et huic desiderio justitiae virtus misericordiae copulatur, et dicitur :

CAP. VII.

Beati misericordes, quoniam ipsorum miserebitur Deus (Matth. V, 7). Agnosce, Christiane, tuae sapientiae dignitatem, et qualium disciplinarum artibus ad quae praemia voceris intellige. Misericordem te misericordia, justum vult te esse justitia, ut in creatura sua Creator appareat, et in speculo cordis humani per lineas imitationis expressa Dei imago resplendeat. Secura est operantium fides, aderunt tibi desideria tua, et iis quae amas sine fine potieris. Et quoniam tibi per eleemosynam omnia munda sunt, ad eam quoque beatitudinem, quae consequenter est promissa, pervenies, dicente Domino :

CAP. VIII.

Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt (Matth. V, 8). Magna felicitas, dilectissimi, cui tantum praemium praeparatur. Quid ergo est habere cor mundum, nisi eis quae supra dictae sunt studere virtutibus ? Videre autem Deum quantae sit beatitudinis, quae mens concipere, quae lingua valeat explicare ? Et tamen hoc consequetur, cum transformabitur humana natura, ut non jam per speculum, neque in aenigmate, sed facie ad faciem (I Cor. XIII, 12), ipsam quam nullus hominum videre potuit (Joan. I, 18 ; I Tim. VI, 16), sicuti est, videat Deitatem : et quod oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit (Is. LXIV, 4 ; I Cor. II, 9), per ineffabile gaudium aeternae contemplationis obtineat. Merito haec beatitudo cordis promittitur puritati. Splendorem enim veri luminis sordens acies videre non poterit ; et quod erit jucunditas mentibus nitidis, hoc erit poena maculosis. Declinentur igitur terrenarum caligines vanitatum, et ab omni squalore iniquitatis oculi tergantur interiores, ut serenus intuitus tanta Dei visione pascatur. Ad hoc enim promerendum illud intelligimus pertinere quod sequitur :

CAP. IX.

Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur (Matth. V, 9). Beatitudo ista, dilectissimi, non cujuslibet consensionis, nec qualiscumque concordiae est, sed illius de qua dicit Apostolus : Pacem habete ad Deum (Rom. V, 1 ; II Cor. XIII, 11) : et de qua dicit propheta David : Pax multa diligentibus legem tuam, et non est illis scandalum (Ps. CXVIII, 16). Hanc pacem etiam arctissima amicitiarum vincula, et indiscretae similitudines animorum non veraciter sibi vindicant, si non cum Dei voluntate concordant. Extra dignitatem hujus pacis sunt improbarum parilitates cupiditatum, foedera scelerum et pacta vitiorum. Amor mundi cum Dei amore non congruit, nec ad societatem filiorum Dei pervenit, qui se a carnali generatione non dividit. Qui autem semper cum Deo mente sunt solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis (Ephes. IV, 2), numquam ab aeterna lege dissentiunt, fideli oratione dicentes : Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra (Matth. VI, 10). Hi sunt pacifici, hi bene unanimes, sancteque concordes, vocandi aeterno nomine filii Dei, cohaeredes autem Christi (Rom. VIII, 17) : quia hoc merebitur dilectio Dei et dilectio proximi, ut nullas jam adversitates sentiat, nulla scandala pertimescat ; sed finito omnium tentationum certamine, in tranquillissima Dei pace requiescat, per Dominum nostrum, qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.